দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 NOV 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

# নিয়োগ বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ!

■ শ্যামল সরকার

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৩৬ হাজার ৯৮৮ জন দপ্তরি কাম প্রহরী নিয়োগে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। একইসঙ্গে এক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগের আশঙ্কাও করা হচ্ছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এমপিদের পরোক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগও রয়েছে। এসব নিয়োগের জন্য যে নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা এই আশংকা প্রকাশ করেছেন। এসব পদ এবারই নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে। আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্থানীয়ভাবে এই নিয়োগের নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ দেবে। এসব ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় এমপির মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত।

**সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৭ হাজার দপ্তরি নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক পরিচয়ে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছে**

নীতিমালায় বলা হয়েছে, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার একজন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়ে তিন সদস্যের নিয়োগ কমিটি গঠিত হবে। মাত্র ২০ নম্বরের যৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে। প্রতিটি পদের বিপরীতে তিনজনের একটি প্যানেল থাকবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ওয়ার্ডের বাসিন্দা না হলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে প্রার্থী বাছাই করা যাবে। ১৫ দিনের সময় দিয়ে আবেদন আহবান করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে আবেদন যাচাই-বাছাই করে তা নিয়োগ কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। নিয়োগের কমিটির অনুমোদিত প্রার্থীর তালিকায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন ইউএনও। চূড়ান্তভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রার্থী মাসিক সাকুল্যে ৭ হাজার টাকা বেতন পাবেন।

তিন দফায় মোট ৩৬ হাজার ৯৮৮ জন নিয়োগ হবে। প্রথম দফায় ১২ হাজার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন করে নিয়োগ হবে। এসব বিদ্যালয় বাছাই প্রক্রিয়ায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপ। বছরের বৃত্তি, সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলসহ বেশকিছু যোগ্যতার ভিত্তিতে বিদ্যালয় বাছাই করার নিয়ম বেঁধে দেয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা মানা হয়নি। স্থানীয় এমপির দেয়া তালিকাই অনুমোদন করতে হয়েছে ইউএনও এবং শিক্ষা কর্মকর্তাকে। ক্ষেত্রবিশেষ একজন প্রার্থীও বৃত্তি পায়নি-এমন বিদ্যালয়ও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার সর্বোচ্চ বৃত্তিপ্রাপ্ত বিদ্যালয় বাদ পড়ার ঘটনাও রয়েছে।

দেশের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইতিমধ্যে নিয়োগ নিয়ে রীতিমত রাজনৈতিক দেনদরবার শুরু হয়ে গেছে। প্রতিটি পদের দাম হাঁকা

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

## নিয়োগ বাণিজ্যের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা। রাজনৈতিক পরিচয়ে একটি চক্র গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে প্রতারণার মাঠে নেমেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এম নিয়াজ উদ্দিন ইত্তেফাককে বলেন, অনিয়ম, অন্যায়ের কোনো সুযোগ দেয়া হবে না। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তাৎক্ষণিক তদন্তের ব্যবস্থা করে প্রয়োজনে নিয়োগ বাতিল করে দেয়া হবে। তিনি দালাল চক্র থেকে জনগণকে সাবধান থাকারও পরামর্শ দেন। তবে তিনি বলেন, নিয়োগ নিয়ে কোন ধরনের অভিযোগ তার কাছে এখনো আসেনি।

দেশের একাধিক ইউএনও এবং শিক্ষা কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে ইত্তেফাককে বলেছেন, তারা অসহায়ের মধ্যে আছেন। নীতিমালা মেনে তাদের কিছুই করার সুযোগ নেই। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নির্দেশনার বাইরে কিছু করা হলে নানা ধরনের হয়রানির ঝুঁকি রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তারা। তারা বলেন, ইতিমধ্যে গ্রাম-ঘাটে এই নিয়োগ নিয়ে রীতিমত আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। অনেকে মোটা অংকের টাকাও হাতিয়ে নিচ্ছে বলে তারা জানতে পারছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তারা কেনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন- জানতে চাইলে তারা বলেন, নিম্নপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কী করার আছে। করতে গেলেই অনেকের রোষানলে পড়ে হয়রানি হতে হবে। তাই যা হচ্ছে দেখেও না দেখার ভান করতে হচ্ছে।